দৈনিক জনকণ্ঠ

MAY 17 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে 'মুনাফাবিহীন' প্রতিষ্ঠান করার সুপারিশ

আহমেদ নূরে আলম

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন পর্যালোচনার জন্য গঠিত ৮ সদস্যের কমিটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে "একটি মুনাফাবিহীন প্রতিষ্ঠান" করার প্রস্তাব করেছে।

গত মাসে কমিটি কয়েকটি সুপারিশসহ তাদের প্রতিবেদন সরকারের কাছে পেশ করেছে। সুপারিশে অস্থায়ী ক্যাম্পাসে অবস্থানের সময়সীমা বাড়ানো, সিন্ডিকেট ও ভাইস চ্যান্সেলরকে ক্ষমতা প্রদান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদপত্র বাতিল ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণের ব্যবস্থা পরিবর্তনসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী দেয়া হয়েছে সরকারকে। সরকার বর্তমানে সুপারিশগুলো পর্যালোচনা করছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, বেসরকারী খাতে উচ্চ শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রায় এক দশক অতিক্রান্ত হতে চলেছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য জাতীয় সংসদে ১৯৯২ সালে আইন প্রণয়ন এবং ১৯৯৮ সালে এ আইনের কতিপয় সংশোধনী গ্রহণ করা হয়।

বর্তমানে দেশে ৩২টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও সাত-আটটি বাদে অন্যগুলোতে পড়ালেখার মান খারাপ। সংবাদপত্রে বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে দলাদলি, হানাহানি, দুর্নীতি, লুটপাট, ছাত্রদের ক্যারিয়ার নষ্ট করা ইত্যাদি খবর প্রায়ই ছাপা হয়। এ ছাড়া কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উচ্চহারে টিউশন ফী আদায়সহ অর্থগৃধ্নুতার বদনাম তো রয়েছেই। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় কয়েক ব্যক্তির টাকা উপার্জনের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত ৫ মাসে নতুন ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দিলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ত্রিশে।

গত তত্ত্বাবধায়ক সরকার গত বছরের আগস্টে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা পর্যালোচনা প্রচলিত আইন সম্পর্কে অভিমত প্রকাশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান ড. এটিএম জহুরুল হককে আহ্বায়ক করে ৮ সদস্যের এ কমিটিটি গঠন করে। কমিটির অন্য সদস্যরা হচ্ছেন- মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এম শামসুল হক, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর মোহাম্মদ আলী, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য মনোয়ারুল ইসলাম, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য কাজী আজহার আলী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এএমএম রেজা ই রাব্বী এবং মঞ্জুরি কমিশনের সচিব মোঃ শহীদউল্লাহ (সদস্য সচিব)।

সুপারিশে বর্তমান আইন পরিবর্তন করে অস্থায়ী ক্যাম্পাস ৫ বছরের স্থলে ১০ বছর করার প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমানে নিজস্ব ভূমিতে ক্যাম্পাস তৈরির সময়সীমা হচ্ছে ৫ বছর। এ সময়ের মধ্যে ৫ একর পরিমাণ নিজস্ব স্থায়ী ভূমিতে অবকাঠামো গড়ে তোলার বিধান রয়েছে।

ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট ব্যতীত অন্যান্য স্থানে সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ কমাতে কমিটি প্রস্তাব করেছে। বর্তমানে সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ ৫ কোটি টাকা। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট এলাকার বাইরে ২ কোটি টাকা করার জন্য বলা হয়েছে।

শর্তসাপেক্ষে দেশের অন্য শহরে শাখা ক্যাম্পাস স্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা ক্যাম্পাস রয়েছে, যা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদন ছাড়াই চলছে।

রেক্টর, ভাইস রেক্টর ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পদগুলো তুলে দিতে এবং "সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদানের প্রতিটি প্রস্তাবে চ্যান্সেলরের সম্মতি"র বিধান বদলাতে বলেছে কমিটি।

প্রতিষ্ঠাতার বদলে প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলী সুচারুরূপে ও দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে চ্যান্সেলরের পূর্বানুমোদন ছাড়াই প্রয়োজনীয় যে কোন কর্তৃপক্ষ গঠন করার ক্ষমতা দেয়ার প্রস্তাব কমিটির পক্ষ থেকে করা হয়েছে।

পরিচালনা পর্ষদ, রিজেন্সি কাউন্সিল বা ট্রাস্টী বোর্ড বাতিল করে একমাত্র সিন্ডিকেটকে কর্তৃপক্ষ করা ও সিন্ডিকেটকে পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া এবং চ্যান্সেলরের বদলে রেজিস্ট্রার, বিভাগীয় প্রধান ও ডিন ইত্যাদি পদে নিয়োগ করার দায়িত্ব সিন্ডিকেটকে দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ছাড়া এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়োগে "সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণে"র বদলে কর্তৃপক্ষের নিজেদের হাতে দেয়ার জন্যও বলা হয়েছে।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব মঞ্জুরি কমিশনের নির্ধারিত ফরমে সংরক্ষণ ও প্রতি আর্থিক বছরে চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে নিয়োগকৃত চার্টার্ড এ্যাকাউনট্যান্ট হিসাব নিরীক্ষণের বিধান পরিবর্তন করে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত সিএ-কে দিয়ে নিরীক্ষিত হিসাব মঞ্জুরি কমিশনকে প্রদান করার প্রস্তাব করেছে কমিটি।